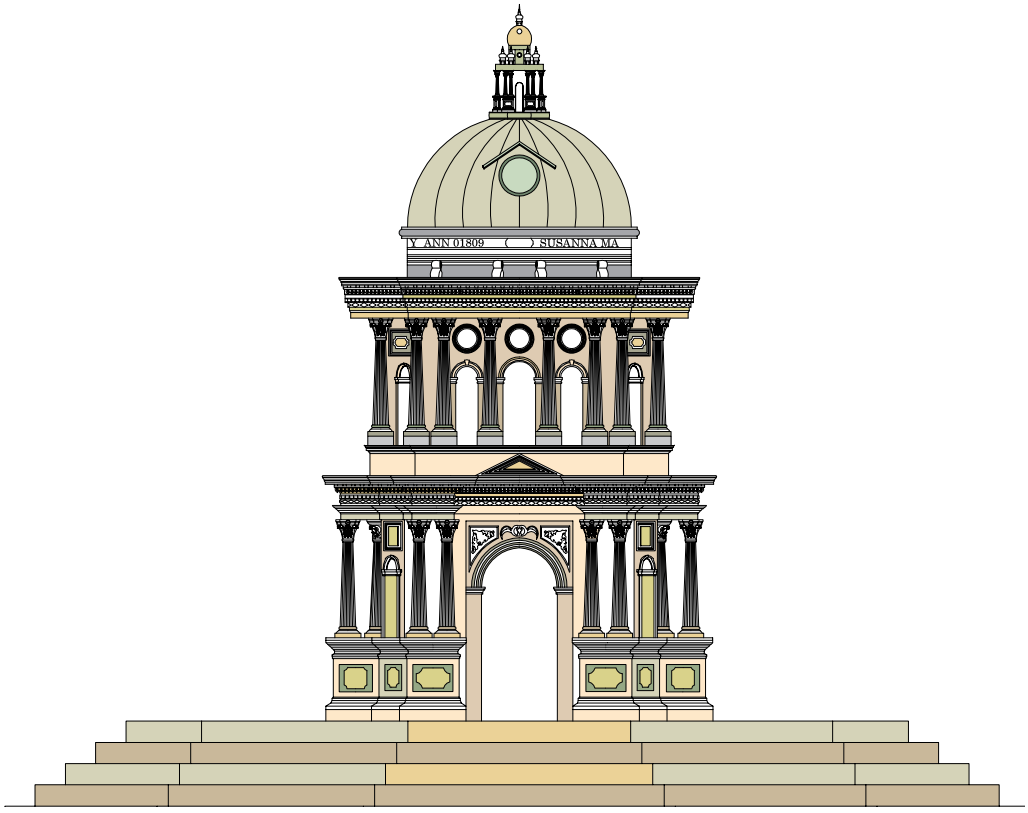

চুঁচুড়ার ডাচ ইতিহাস

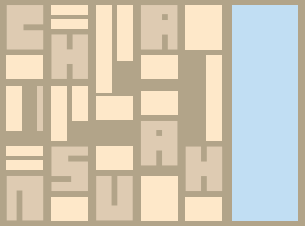

ডাচ-চুঁচুড়া প্রকল্প

প্রত্যয়: Aishwarya Tipnis Architects
কাহিনী: Dr Oeendrila Lahiri

কভার গ্রাফিক : Tomb of Sussana Anna Maria
পিছনে গ্রাফিক্স: Satyajit Sil
বই ডিজাইন: InspireConspireRetire

এই বইয়ে Chinsurah প্রকল্প ডাচ উপর সহযোগীদের দ্বারা সেট একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায়, Chinsurah ছাত্র দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল. ছাত্র Prabal Dhar ও Sohini Dhar দ্বারা পরিচালিত হয়.
অঙ্কনশিল্পী:
Sangita Bhattacharya, Satyajit Sil, Souvik Biswas, Ahan Roy, Sayantika Mondol & Monalisha Dalui, Aikya Banerjee, Soumi Nag, Monalisha Dalui, Mabomita Mukherjee

কোন এক সময় ভারতে-

চুঁচুড়ার ছোট শহর এক সময় নেদারল্যন্ডস এর বানিজ্যিক গোষ্ঠী বাড়ি ছিল। ইউরোপ থেকে আসা এই ডাচরা অন্তত ২৫০ বছর ভারতে নিজেদের বসতি গড়েছেন। সেই আরম্বর আর নেই। চুঁচুড়ার এই গল্প অনেক ভাবে বসতি গড়ে তলা সেই ডাচদের গল্প, তাদের সাধের গুস্তাভা কেল্লার গল্প।

ভারতের বণিক ও ভারপ্রাপ্ত জমিদার এবং ইউরোপ-এর ব্যবসার সম্পর্ক তা না হলেও কয়েক শতাব্দি পুরনো। চিন হয়ে ভারতের সেই জনপ্রিয় সিল্ক রুট দিয়েই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে পশম ও মশলার লেনদেন চলে। পর্তুগাল এর ভাস্কো দা গামাই প্রথম আবিষ্কার করেন আতলান্তিক ও ভারত মহাসাগর এর মাঝের বানিজ্যিক পথ।

এই পথ পাশ্চাত্য দেশের বানিজ্যিক স্বপ্ন গড়ে তোলে।যখন তারা কোম্পানী গড়তে ব্যস্ত, “Vereenigde Oostindsche Companie” নামক এক বানিজ্যিক সংস্থা ১৬০২ এ নেদারল্যন্ডস এ বড় হতে থাকে। মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বে ভারতে ক্রমশ ইংরেজ ও ফরাসিদের আগমন শুরু হয়। মোগল সম্রাট বানিজ্যিকদের স্বাগত জানান পশম, তুলো, মরিচ, চন্দন এবং আইভরি'র বিনিময়। বদলে বানিজ্যিকরা আনলো সোনা, রুপো, ঘোড়া ও চীনেমাটি। আকবরের জমানায় এদেশের সমৃদ্ধি ছিল অপরিসীম। তকালীন সমৃদ্ধ ভারতে ১৫ কোটি রুপোর মুদ্রায় ও মুল্যবান পাথরে ভারত ছিল বেজায় রঙিন।

তবে মোগল সম্রাটের মৃত্যু ডেকে আনে দেশের কাল। মোগল সাম্রাজ্যের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে যুদ্ধ, মহামারী এবং শাহজাদাদের পারিবারিক দ্বন্দের রুপ ধরে। ছোট ছোট রাজ্য জন্ম নিতে শুরু করে মোগল সাম্রাজ্যের শ্মশানভূমিতে। ভারতের ভোগান্তি ডেকে আনে পাশ্চাত্য বানিজ্যিক দেশ গুলির মধ্যে দ্বন্দ। ক্ষমতা লাভের এই যুদ্ধ চলে তা না হলেও ১৫০ বছর। অবশেষে জয় হয় ইংরেজদের।

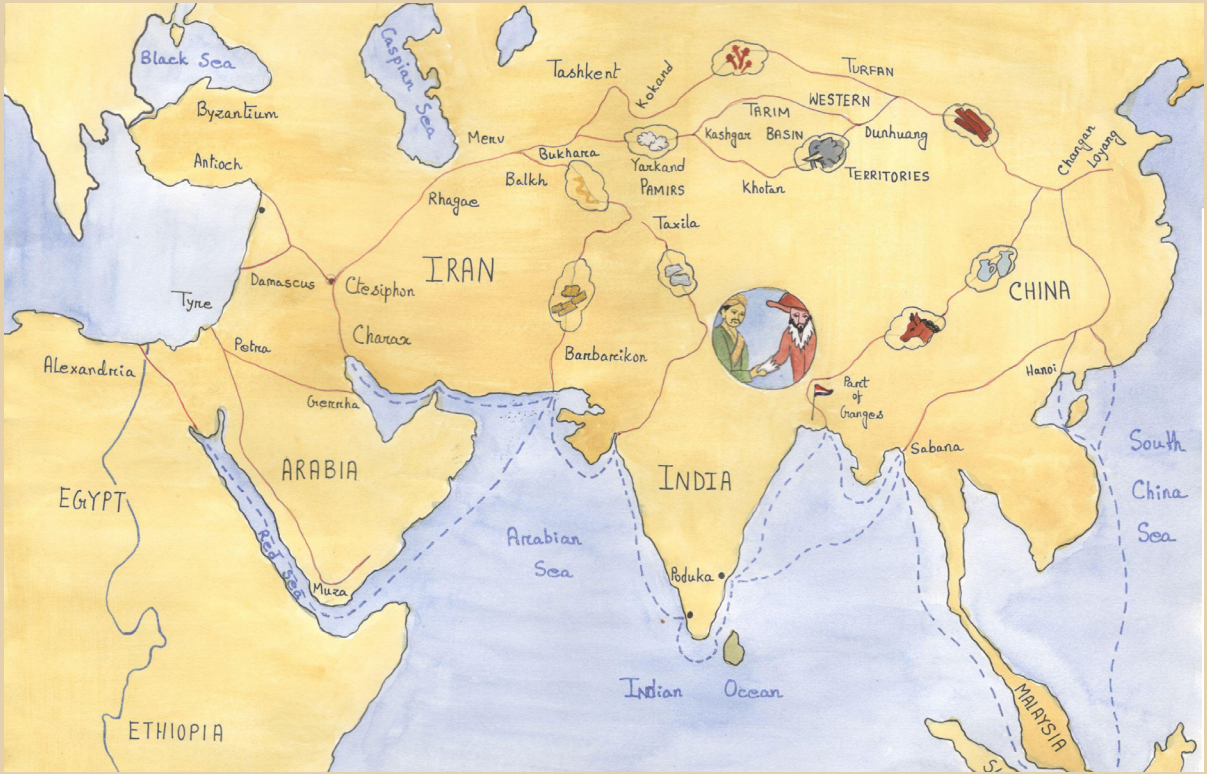

Black Sea
Caspian Sea
Byzantium
Antioch
Tyre
Damascus
Ctesiphon
Charax
Petra
Alexandria
Gerrha
ARABIA
EGYPT
ETHIOPIA
Red Sea
Muza
Arabian Sea
IRAN
Merv
Rhagae
Balkh
Bukhara
Tashkent
Kokand
Yarkand
PAMIRS
Kashgar
TARIM
BASIN
WESTERN
TERRITORIES
Khotan
TURFAN
Dunhuang
Changan
Loyang
Taxila
Barbarikon
INDIA
Poduka
Indian Ocean
Port of Ganges
CHINA
Hanoi
Sabana
South China Sea
MALAYSIA

কোন এক সময় বঙ্গদেশে–

স্পাইস আইল্যান্ড-এর সাথে ব্যবসার সুবিদার্থে পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীরা শহর ও কারখানা জলাশয়ের কাছে গড়ার সিদ্বান্ত নেয়। বঙ্গদেশে ইংরেজ ও ফরাসিরা যেমন কলকাতা ও চন্দননগড়ে শহর গড়ে তোলে, দানিশ ও পর্তুগীজ শ্রীরামপুর ও হুগলীতে। ভারতে ওলন্দাজদের বসতি আজ থেকে ৪০০ বছর পুরনো। চুঁচুড়া ছাড়া সুরাট, কোচিন, পুলিকট, নেগাপাটাম, মাশুলিপাটাম, পাটনা, কাশিমবাজার, বড়নগর, বালাসর ও হুগলী তে কারখানার স্থাপনা করে ডাচরা। এই কারখানায় পশম, মশলা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহীত রাখা হত। বঙ্গদেশ এর বৃহত্তর ভূমি ডাচ ব্যাবসায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেয়। বাংলার পশম আর আফিম এশিয়া মহাদেশে জাপানে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ওলন্দাজরা চুঁচুড়ার প্রেমে পরে গেল।

বঙ্গদেশে বসতি গড়ার আগেও ওলন্দাজ বাংলার মাটি দেখে গেছে। ১৬২২ এর তৃতীয় সাক্ষাতকারে ডাচ ব্যাবসায়িরা তিনটি জাহাজ পাঠায়– শাইডেম, মাইস, এবং জ্যাগার– জবক্ষার, কাপড় এবং চিনির ব্যবসায়ে।

হুগলী তে তখন বিদেশি ক্ষমতা বলতে শুধু পর্তুগীজ। এই পর্তুগীজ এর সাথে তৎকালীন মোগল সম্রাটের হৃদ্যতা না থাকায় তাদের হুগলী ছাড়তে হয়। ডাচ রা ঘটনাচক্রে গঙ্গাতীরে দোকান দিতে লাগলো। ১৬৩৮ এ তাদের ভারতের সাথে ব্যবসা করার স্বীকৃতি দিলেন শাহাজাহান।

সে সময় চুঁচুড়াতে-

বেশ কিছু শতাব্দি জুড়ে চুঁচুড়াতে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ছিল সংখ্যাগুরু। পর্তুগীজ, আরমানী, বাঙালি ও পার্সি মানুস নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে শান্তিতে থাকতে লাগলো। ১৬৩৫-১৬৪৫ এর মাঝে চুঁচুড়া হয়ে ওঠে ডাচ দের প্রধান শহর। এই ওলন্দাজ চুঁচুড়া কে গুস্তাভাস কেল্লা উপহার দেয়। গুস্তাভাস কেল্লা এক কারখানা আর এক্তা প্রাসাদ কে ঘিরে বিরাজমান। এই অতুলনীয় কেল্লা ডাচ স্থাপত্বের স্বভিমান হয়ে দণ্ডায়মান। কারখানার প্রধান, তার কর্মচারীবৃন্দ এবং পরিচারকেরা এই কেল্লা কে তাদের বাড়ি বানিয়ে নিয়েছিলেন। কেল্লা বাহ্যদ্রব্য জমা করে রাখার গুদামঘর ও অপুরব বাগানে পরিপূর্ণ। এই কেল্লা বরতমানে ঘন্টা ঘাট থেকে দত্ত ঘাট পর্যন্ত প্রসস্ত।

ডাচ এবং বাঙালি জাতির তাদের সহবাশের শুরুতে সান্তিপ্রিয় ছিল। তাদের ভারতের মোগল সম্রাট আর বাংলার নবাব দের সাথে সুহৃদ সম্পর্ক ছিল। ১৬৯৫ এ সোভা সিংহ এর আন্দলনে এই ডাচ বশতি স্থানিয় বাসিন্দা দের আস্থানা প্রদান করেন। ঘটনাচক্রে, কারখানার পরিচালক জান আয়ন্বের সিখতেরমান এক প্রকান্ড পাথুরে দেওয়াল নিরমান করেন কেল্লার সুরক্ষারতে। এই উপলক্ষে কেল্লার নামকরন করা হয় গুস্তাভাস কেল্লা– বাটাভিয়া'র গভর্নর জেনেরাল গুস্তাফ ওয়িল্লেম ভন ইমহফ এর আদলে।

অন্তত ২০০ বছর চুঁচুড়া কে বাড়ি বানিয়ে ভারতে রয়ে গেল ওলন্দাজ। কারখানার পরিচালক রাজকীয় ভাবে নিজের জীবনযাপন করতেন। এক গুচ্ছ পরিচারক থেকে পালকি তে যাত্রা– পরিচালকের জিবনের প্রাচুর্য ছিল দর্শনীয়। অনার দায়িত্ব ছিল অনেক। উনি কম্পানি'র সংরক্ষণ এবং নিয়ম নিয়ন্ত্রনের দায়িত্বে ছিলেন রত। কম্পানি'র চাকুরেদের জীবন ছিল সুখের। ডাচ উপনিবেশ এবং মোগল সাম্রাজ্যের সম্পর্ক ছিল ভাল। সম্রাট এর থেকে যেমন পরিচালক হাতি ও গণ্ডারের নজরানা পেয়েছিলেন, উনি ইংরেজ এবং ফরাসি বন্ধুদের সাথে উপহার দিয়েছেন ও পেয়েছেন প্রচুর সৈন্য, স্থাবক, খাদ্য ও সঙ্গীত।

পোশাক ও আচরনে ওলন্দাজ ছিল সাবেকি। ভারতের গরমেও লন্ডনের রেশ বাঁচিয়ে রাখতে ডাচ রমনির পরিধানে থাকত পশমের কাপড়। পুরুষের বস্ত্র ছিল ওয়ইস্ট কোট, ভেলভেট এর জ্যাকেট আর পরচুল। বাড়িতে পড়ার জন্য অবশ্য সুতির কাপড় বরাদ্য ছিল। সমস্ত পাশ্চাত্য সামাজিক আচরন-ই তারা মেনে চলত।

কারখানা জাহাজমিস্ত্রি ও নাবিকবৃন্দে ছিল জমজমাট। শিল্পী আবাসনের নাম ছিল আম্বাঘারতিএর। সেখানেই সকলের মিলে মিশে থাকা আর চমৎকার আসবাব তৈরি করা।

যেমন সময় গেল, গুস্তাভাস কেল্লা ছাড়া চুঁচুড়ায় ডাচ অনুপ্রেরনায় ইট এর বাড়ি র সরু গলি দেখা দিতে শুরু করল। ওদের বানান ভূগর্ভ ব্যবহৃত হত সহজে চরাচর পার করার জন্য। পর্যটকেরা বাকরুদ্ধ হয়ে যেত গ্রামের নি:শব্দে ও নদীতিরে ফুলবাগানের সৌন্দর্যে। ওলন্দাজ এর অতিথি আপ্যায়ন এ রকমারি ফল ও নৌকা ফেরী বরাদ্য। উৎপাদনে আগ্রহ থাকায় তাদের বাগানে জাপান বিন্স, আস্পারাগাস, অলন্দন সুটি নামক প্রভৃতি সব্জির চাষ ছিল।

মস্ত বাগান এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তারা সম্মেলন ও করতেন। চ্যাম্পনেও ছিল চন্দননগড়ের জনপ্রিয় বাগান। এছারাও আছে সিখতারমান এর বাড়ি ওয়েল্লেলিগেন। আজ থেকে ৪০ বছর আগে ভগ্নস্থুপে পরিনত হয় ঘন্টা ঘাট এর গির্জা। সেই গির্জার চুড়ো ছিল সিখতারমান এর চুঁচুড়া কে উপহার।

ডাচ শিল্পীদের নির্মাণ করা বাংলো কিনলেন তৎকালীন ধনি বাঙালী বাণিজ্যিক প্রাণকৃষ্ণ হালদার। পেরন সাহেবের নিবাসও প্রানকৃষ্ণ কিনে নিলেন। এই দুই বাড়ি পরবর্তীকালে হুগলী মহসিন কলেজ ও হুগলী কলেজিয়েট স্কুল হিসেবে খ্যাতি পায়। আজ আমরা ওলন্দাজ এর যে গোরস্থান দেখি, তা তৈরি হয়েছিল না হলেও ২৫০ বছর আগে। ১৭৪৩ সালের ১০ই অক্টোবর গত হওয়া স্যার করনিলিয়াস জং এর কবর এই গোরস্থানের সবচেয় পুরনো স্মৃতি। এই কবরখানায় তিন ধরনের স্মারক দেখতে পাওয়া যায়- পিরামিড, চতুষ্কোণ স্মারক এবং সাধারন স্তব।এই গোরস্থানের সবচেয় সুন্দর ও জনপ্রিয় কবরে নিদ্রারত টালডাঙ্গা রোড এর সুযানা আনা মারি ইয়েটস। ওনার কবর পিরামিড এর আকারে গড়া।এই সুযানাই রাস্কিন বন্ড এর “সুযানা’স সেভেন হাসবেন্ডস” গল্পটির অনুপ্রেরনা। সেখান থেকেই আমরা পাই বিখ্যাত চলচ্চিত্র “সাত খুন মাফ”।

শিশুশিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ওলন্দাজ এর অবদান অভাবনিয়। তারা চালু করে একটি ফ্রী স্কুল, একটি পুওর ফান্ড এবং একটি অনাথালয়। চুঁচুড়া'র মানুষের চিকিৎসার্থে খোলা হয় একটি হাসপাতাল। ডাচ এবং সাধারন মানুষের মধ্যে বনিবনা ছিল বলেই জানা যায়। অবস্থাপন্ন্য ভারতিয় ব্যবসায়ী ও গুস্তাভাস কেল্লার চাকুরেদের আলাপচারিতা অনেক পুরনো। তখনকার ক্ষমতাশীল ব্যক্তিত্ব বলতে বাংলার জগত শেঠ এবং আরমানি খ্বাজা ওয়াজিদ। তারা ছিলেন ডাচ ও বাংলার নবাবদের প্রিয় মানুষ। চুঁচুড়ার ধনবান ব্যক্তিত্বের নজরানায় সমৃদ্ধ হয়েছে চুঁচুড়া। এখানকার ঘন্টা ঘাট ও ছোট জগন্নাথ বাড়ির নির্মাণে নরসিংহ দাস মল্লিকের অবদান সর্বোচ্চ। আরেক প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তিত্ব, শ্যামরাম সোম নির্মাণ করলেন সূর্যমন্দির। এই মন্দির সন্দেশ্বরী ঘাটের নিকটবর্তী। যে সমস্ত চমৎকার অট্টালিকা ইতিহাসে বিলীন হয়ে গেছে তাদের মধ্যে অন্যতম বড় শীল বাড়ি এখনো দণ্ডায়মান। এই ডাচ ভিলা এবং রাজেন্দ্র ভিলায়ে এখন বাঙ্গালীদের বাস।

১৮০৩ এ নির্মাণ হল ঠাকুরবারি দালান। মদনমোহন সিংহের ঐ দালানে কার্ত্তিক পূজা ও দুর্গা পুজা হত অনেক ধুমধামের সাথে। দুর্গা পূজার মহফিলে আতর, গান ও ঝারবাতির চমকে রাঙিয়ে আছে চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের ইতিহাস।

এছারাও যা দর্শনীয় স্থাপত্য দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে অন্যতম হল ইমামবাড়া, আরমানী গির্জা, মতিঝীল মসজিদ, হুগলী মহসিন কলেজ ও অন্যান্য আরো অনেক কিছু। এই আরমানী গির্জা বাংলার প্রথম গির্জা ও চুঁচুড়ার গর্ব। খ্বাজা জোসেফ মারগারের দ্বারা নির্মিত এই গির্জা। এই খরমাটির তৈরি গির্জাকে শ্রীমতী সেবাস্তিয়ান শ ১৭৪০ সালে একটি ক্যাথলিক চ্যাপেল উপহার করেন।

পার্সি ব্যাবসায়িক খাঁ জাহান খান তার বাগানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বাগানের নাম ছিল নবব বাগান। এই বাগানে বসেছে অনেক জলসা। বাংলার শেষ ফউজিদার জাহান খানের কবর আজ মতিঝীল মসজিদে। তার স্মৃতিস্মারক বানিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু নুস্রত উল্লা খান।

সেই ডাচ আজ কোথায়?

একদিকে যেমন ওলন্দাজদের বাংলার নবাবের সাথে হৃদ্যতা, ঠিক তেমনি আরেক দিকে তারা ইংরেজ ও ফরাসিদের সাথে ক্ষমতাযুদ্ধে রত। ইংরেজদের সাথে শান্তির সম্পর্ক থাকলেও তা দ্বিমতের রূপ নিতে শুরু করে ক্রমশই। বাংলার নবাব শিরাজদউলা পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় হওয়ায় ইংরেজ সাম্রাজ্যের সূচনা ঘটে। সেই যুদ্ধে ওলন্দাজ ইংরেজদের কোন সাহায্য করেনি।

এই ঘটনার অনতিকাল পরে মলয়দ্বিপ থেকে ডাচ সৈন্যের জাহাজ আসে হুগলীতে। ইংরেজ সরকার সন্দেহের জেরে ডাচ দের শত্রুপক্ষ হিসেবেই দেখেন। কাজেই কর্নেল ফর্দ জান বরনগড়ের ডাচ কারখানা কব্জা করতে। জলে ও স্থলে শুরু হয় ডাচ ও ইংরেজের যুদ্ধ। ২৫০ জন সৈনিক, ৮০ টা ট্রেন এবং ৫০ জন বিদেশি অশ্ববাহিনি নিয়েও কর্নেল ফর্দের কাছে আধ ঘন্টায় পরাজয় মেনে নিতে হয় ডাচ সৈন্যকে। ডাচ বাহিনি ও তাঁর ১৫০০ সেপাই পরাজয় মানে বিদেরার যুদ্ধে।

ARMANIAN
CHURCH
1695

ইংরেজের আধিপত্ব কলকাতা ও চুঁচুড়াতে প্রবল হতে লাগলো। যুদ্ধে পরাজিত ডাচদের ব্রিটিশদের দাবির কাছে নত হতে হল। আমেরিকা ও ইউরোপে যুদ্ধ হওয়ায় ডাচ ও ইংরেজের বন্ধুত্বে ধরল ফাটল। কাজেই চুঁচুড়া'র বিনিময় তারা মালাক্কায় প্রস্থান করেন।

৭ই মে ১৮২৫এ চুঁচুড়া ইংরেজ সাম্রাজ্যের অধীন হয়। ওলন্দাজদের চুঁচুড়া, কাসিমপুর, বালাসর, পাটনা ও ঢাকা ও মালদা হয়ে যায় ইংরেজের সম্পত্তি। চুঁচুড়ার শেষ ডাচ রাজ্যপাল ড্যানিয়েল অভারবেক এবং গ্রেগরি হেল্কলটস চুচুড়াতেই মারা যান। গুস্তাভাস কেল্লা এবং রাজভবন ইংরেজ শাসক ভেঙ্গে দেয়। ডাচ সাম্রাজ্য গার্ড রোড হয়ে নেতাজি সুভাষ রোড ধরে প্রসাদ সেনের চান ঘাটে শেষ হয়। আজকের পুলিশ থানা, ঘড়ির মোড়, পুলিশ হাসপাতাল, মাদ্রাসা, ডাফ স্কুল সবই পুরনো ডাচ উপনিবেশের বুকে দাঁড়িয়ে আছে। আগের অনেক প্রাসাদ ও অট্টালিকা থেকে আমরা বিস্মৃত হয়েছি। ওলন্দাজদের গির্জার জমিতে আজ এক সারকিট হাউস দাঁড়িয়ে। আজ হারক্লটের নিবাসে পাব্লিক ওয়ার্কস ডিস্ট্রিবিউশানের কাজ হয়।

চুঁচুড়া পর্যটক মিসেস ফেন্টন এর মতে ওলনডাচের বহির্গমন চুঁচুড়াকে ম্লান করে তুলেছে। সেই গাছের ও চমৎকার বাড়ির সারি আর নেই। বানিজ্যিকের অট্টালিকা আজ ফাঁকা। ওলনডাচ ও বঙ্গদেশের সম্পর্ক ছিল সমৃদ্ধ। সেই ওলন্দাজদের চুঁচুড়া থেকে আজ আমরা বিস্মৃত হয়েছি। আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেল। ওলন্দাজদের ভুললে চলবে না।

BOSCO

A story. And a town.
In Parts.
The Dutch Histories of Chinsurah.

The first workshop for community engagement was conducted for the School Children in the age group of five to twenty in the form of a painting competition on the theme of "Heritage of Chinsurah". To have a wider audience reach this was organised as part of the local "Durga Puja" festival which is one of the most important festival of Chinsurah and attended by almost everyone in the community. This was envisaged as a mental mapping project, where the children drew what they defined as the most important landmarks within the town. Forty three children participated in the competition held on the 29th & 30th September 2014 as a part of the 'Tola Phatak Sarvajanik Durga Puja Committee' & 'Upasana' - Antarbagan Chuchura Durga Puja respectively.

The community survey had indicated that most children were unaware of the history of the Dutch in Chinsurah and thus a brief was prepared which was given out to the children giving them a brief narrative of the history of the town. Based on the brief, the children were asked to use their imagination to draw and illustrate the themes from the history of Chinsurah. Out of forty three children who participated in this competition the best illustrations were selected and have been compiled in the form of this children's story book of the Dutch in Chinsurah, this bilingual book in English and Bengali is available for download from the website.

An initiative by

Kingdom of the Netherlands

ATA
aishwarya tipnis architects
ARCHITECTURE | DESIGN | CONSERVATION | PLANNING

Presidency University
KOLKATA

Interpretation planners

ICR